বিনয় শর্মা এবং আরেকজন

বনাম

দিল্লির এনসিটি রাজ্য

(২০১৭ সালের পুনর্বিবেচনা আবেদন (ফৌজদারি) নম্বর ৬৭১-৬৭৩)

(২০১৭ সালের ফৌজদারি আপিল নম্বর ৬০৮ এবং ৬০৯-৬১০)

০৯ ই ,২০১৮

[দীপক মিশ্র, ভারতের প্রধান বিচারপতি, আর. ভানুমতী এবং অশোক ভূষণ , বিচারপতিদ্বয়]

পুনর্বিবেচনা -নির্ভয়া মামলা - এক যুবতী মহিলাকে গণধর্ষণ ও হত্যা -বিচার আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত ও মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত চার অভিযুক্তই-হাইকোর্ট কর্তৃক নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড - সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক খারিজ করা আপিল-দুই আবেদনকারী-অভিযুক্তদের দ্বারা দায়ের করা পুনর্বিবেচনার আবেদন - স্থির করা হলঃপুনর্বিবেচনার আবেদনে, আবেদনকারীরা আদালতকে যোগ্যতার ভিত্তিতে আপিলগুলি পুনরায় শুনানির জন্য বলতে পারে না যা ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, বিবেচনা করা হয়েছে এবং প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে - হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আবেদনকারীদের দ্বারা দায়ের করা ফৌজদারি আপিলগুলি সুপ্রিম কোর্ট তাদের সমস্ত সম্ভাব্য জমা দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় দিয়েছিল এবং মূল রায়ে যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়েছিল - তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, এমন কোনও ভিত্তি তৈরি করা হয়নি যা 'রায়টি পুনর্বিবেচনার জন্য কোনও ভিত্তি উপস্থাপন করতে পারে-সুপ্রিম কোর্ট এর বিধি,২০১৩-বা - আদেশ এক্সএলভিআইআই, বিধি ১ - ভারতের সংবিধান - অনুচ্ছেদ ১৩৭

পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ করে , আদালত

স্থির করে : ১) রায় পুনর্বিবেচনার আবেদনকে 'হালকাভাবে গ্রহণ করা যাবে না এবং এই আদালত তার পর্যালোচনার এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে কেবল তখনই যখন ভারতের সংবিধানের ১৪৫ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রণীত সুপ্রিম কোর্ট বিধিমালা, ২০১৩-এর আদেশ এক্সএলভিআইআই বিধি ১-ক প্রদত্ত ভিত্তিগুলি তৈরি করা হয়। নিয়ম অনুসারে, ফৌজদারি কার্যধারায় পর্যালোচনা কেবলমাত্র রেকর্ডের মুখে স্পষ্ট ত্রুটির কারণে অনুমোদিত।

২) এই ঘটনায় আহত একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী পি ডাব্লু-১ -এর প্রমাণের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে আবেদনকারীরা যে দায়িত্ব পেশ করেছেন তা এই পুনর্বিবেচনার আবেদনে বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই। পিডাব্লু-১ -এর সকল অভিশংসনমূলক দায়িত্ব তখনই দায়ের করা হয় যখন আপিলের শুনানি মেয়াদে হয়।

এই আদালত পি ডাব্লু-১ এর প্রমাণের বিরুদ্ধে আক্রমণকারী সমস্ত দাখিল বিবেচনা করেছে এবং প্রাসঙ্গিক প্রমাণ পরীক্ষা করার পর পি ডাব্লু-১ এর প্রমাণের উপর নির্ভর করেছে। পুনর্বিবেচনার আবেদনে, আবেদনকারীরা আদালতকে সেই যোগ্যতার ভিত্তিতে আপিলগুলি পুনরায় শুনানির জন্য অনুরোধ করতে পারবেন না যেগুলির দাখিলগুলি ইতিমধ্যেই নোট করা হয়েছে, বিবেচনা করা হয়েছে এবং প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

৩) বাস প্রসারণ-১ কে মিথ্যাভাবে জড়িত করা হয়েছে বলে আবেদনকারীদের দায়েরপত্রও খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। ৯৮-১০৭ অনুচ্ছেদে রায় দেওয়ার সময় এই আদালত এই সমস্ত দায়েরপত্র বিবেচনা করে। এই আদালত আবেদনকারীদের দায়েরপত্র খারিজ করে দিয়েছে যে এটি বাস স্থাপনের মামলা, নথিতে থাকা প্রমাণ থেকে বাসটি ঘটনার সাথে জড়িত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

৪) ভুক্তভোগীর তিনটি মৃত্যুর ঘোষণা সম্পর্কে উত্থাপিত সমস্ত যুক্তি পৃথকভাবে বিবেচনা করা হয়েছে তিনটি মৃত্যুর ঘোষণা বিবেচনা করে, ভালভাবে নিষ্পত্তি হওয়া নীতির আলোকে, এই আদালত রায় দিয়েছে যে তিনটি মৃত্যুর ঘোষণা সত্য, স্বেচ্ছাসেবী এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৫) আবেদনকারী নং ১ দ্বারা প্রদত্ত আলিবির আবেদন যে তিনি তাঁর এলাকার ডিডিএ পার্কে চার্চের এসসিসি ইউনিট দ্বারা আয়োজিত সঙ্গীত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, এই আদালত দ্বারা বিশদভাবে বিবেচনা করা হয়েছে যা পিডব্লিউ-৮৪ এবং পিডব্লিউ-৮৫-এর প্রমাণও উল্লেখ করেছে যারা সাক্ষ্য দিয়েছে যে তাদের গির্জা (এস) কখনও ডিডিএ পার্কে কোনও সঙ্গীত অনুষ্ঠান/অনুষ্ঠানের আয়োজন করেনি। আবেদনকারী নং ১-এর উত্থাপিত দোষ স্বীকারের আবেদন বিবেচনা করার সময় - আবেদনকারী নং ১, ডি ডব্লিউ-৭-এর মা ডিডব্লিউ-৫-এর প্রমাণ উল্লেখ করে এবং ডিডব্লিউ-৯-এর সাক্ষ্য বিবেচনা করে আদালত রায় দেয় যে আবেদনকারী নং ১-এর উত্থাপিত দোষ স্বীকারের আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়।

৬) বাস থেকে তোলা পায়ের ছাপের (প্রসারণ পি/১) আলোকে আবেদনকারী নং ১ এর উত্থাপিত দোষের আবেদনও বিবেচনা করা হয়েছিল। পিডব্লিউ-৪৬ সিএফএসএল, সিবিআই-এর প্রবীণ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (আঙুলের ছাপ), বাস থেকে তোলা "প্রশ্ন ১" এবং "প্রশ্ন ৪" চিহ্নিত সম্ভাবনার ছাপ পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, আবেদনকারী নং ১ এর বাম হাতের তালুর ছাপ এবং ডান হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপের সাথে মিল রয়েছে। পি ডাব্লু-৪৬ এবং বিশেষজ্ঞ নথির (প্রসারণ পি ডাব্লু-৪৬/ ডি) এর প্রমাণ উল্লেখ করার পর, এই আদালত রায় দিয়েছে যে প্রমাণগুলি স্পষ্টভাবে বাসে আবেদনকারী নং ১ এর উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করে। এই আদালত কর্তৃক আলিবির আবেদন বিবেচনা করা হয়নি এই যুক্তির কোনও যুক্তি নেই।

৭) একইভাবে, আবেদনকারী নম্বর ১ (প্রসারণ ডি ডাবলু-১০/১)-এর উপর নির্ভর করা ভিডিও ক্লিপিংগুলি রায়ে বিবেচনা করা হয়েছিল যেখানে এই আদালত রায় দিয়েছিল যে আবেদনকারীরা ১৬/১২/২০১২-এ ০৮:১৬ অপরাহ্ন ডিডিএ জেলা পার্কে ছিলেন না

৮) আবেদনকারী নং ১-এর বয়ঃসন্ধিকালের বিষয়টি বিচার আদালত এবং বিচার আদালত বিবেচনা করেছিল নথির ভিত্তিতে যে আবেদনকারী নং ১ নাবালক নয়। আবেদনকারী নাবালক নয় বলে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়ে বিচার আদালত আবেদনকারী নং ১-এর জমা দেওয়া অসিসিফিকেশন পরীক্ষার আবেদনটি যথাযথভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে।

৯) ঘটনার সময় তিনি নাবালক ছিলেন বলে আবেদনকারী নং ২-এর আবেদনটিও বিচার আদালত বিবেচনা করেছিল এবং প্রত্যাখ্যান করেছিল। তার সামনে উপস্থাপিত উপাদানের ভিত্তিতে বিচার আদালত যথাযথভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে আবেদনকারী নং ২ নাবালক নয়। উত্তরদাতা যথাযথভাবে ১০/০৯/২০১৩ তারিখের বিচার আদালতের কার্যধারা উল্লেখ করেছেন। এই ক্ষেত্রে এই জমা দেওয়া রায় পুনর্বিবেচনার জন্য কোনও ভিত্তিও সরবরাহ করে না।

১০) হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলকারীদের (এখানে আবেদনকারীরা) দায়ের করা ফৌজদারি আপিলের শুনানি এই আদালত তাদের সমস্ত সম্ভাব্য জমা দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় দিয়েছিল। ফৌজদারি আপিলের শুনানি প্রায় ৩৮ দিন ধরে অব্যাহত ছিল। আপিলকারী/আবেদনকারীরা বিস্তারিত জমা দিয়েছিলেন যা মূল রায়ে যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। এই পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলিতে এমন কোনও ভিত্তি তৈরি করা হয়নি যা রায়টি পুনর্বিবেচনার জন্য কোনও ভিত্তি সরবরাহ করতে পারে।

কমলেশ ভার্মা বনাম মায়াবতী এবং অন্যান্যরা (২০১৩) ৮ এস. সি. সি ৩২০: [২০১৩] ১১ এস. সি. আর ২৫; বিক্রম সিং ওরফে ভিকি ওয়ালিয়া এবং আরেকজন বনাম পাঞ্জাব রাজ্য এবং আরেকজন (২০১৭) ৮ এস. সি. সি ৫১৮-এর উপর নির্ভর করেছিল।

বচন সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (১৯৮০) ২ এসসিসি ৬৮৪; সো চন্দ্র কান্টে এবং আরেকজন বনাম শেখ হাবিব (১৯৭৫) ১ এসসিসি ৬৭৪ পিএন. ঈশ্বরা আইয়ার এবং অন্যান্যরা বনাম নিবন্ধক, ভারতের সুপ্রিম কোর্ট (১৯৮০) ৪ এসসিসি ৬৮০: [১৯৮০] ২ এসসিআর ৮৮৯-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

(১৯৮০) ২ এস সি সি ৬৮৪	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৩
(১৯৭৫) ১ এস. সি. সি. ৬৭৪	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২০
[১৯৮০] ২এস সি আর ৮৮৯	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ২১
[২০১৩] ১১ এস সি আর ২৫	উপর নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ২২
(২০১৭) ৮এস সি সি ৫১৮	উপর নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ২৩

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৭ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৬০৮ এবং ৬০৯-৬১০-এ ২০১৭ সালের পুনর্বিবেচনা আবেদন ৬৭১-৬৭৩ নম্বর ।

২০১৩ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৩৯৯ এবং ১৪১৪ এবং ২০১৩ সালের ৬ নং মৃত্যু রেফারেন্সে দিল্লি হাইকোর্টের ১৩/০৩/২০১৪ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত।

এ. পি. সিং, ভি. পি. সিং, সুশ্রী গীতা চৌহান, সুশ্রী প্রতিমা রানী, পবন ত্রিবেদী, সুশ্রী সুরেখা শ্রীবাস্তব, এস. পি. সিং, সি. এম. শর্মা, হর্ষিত ভাদুরিয়া এম. এম. কাশ্যপের হয়ে , আবেদনকারীদের পক্ষে আইনজীবীরা।

সিদ্ধার্থ লুথরা, প্রবীণ আইনজীবী সুশ্রী সুপ্রিয়া জুনেজা, সুশ্রী দৃষ্টি হারপালানি, কুমার বৈভব, মৃণাল শ্রীবাস্তব, করণ খৈতান, সমীর চৌধুরী, আইনজীবী উত্তরদাতার পক্ষে।

'আদালতের রায় প্রদান করেন

অশোক ভূষণ, বিচারপতি। ১) এই পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলি দুই আবেদনকারী বিনয় শর্মা-অভিযুক্ত নং ১ এবং পবন কুমার গুপ্ত-অভিযুক্ত নং ২ দ্বারা দাখিল করা হয়েছে ৫/০৫/২০১৭ তারিখের এই আদালতের রায় পর্যালোচনা করার জন্য যে রায়ের মাধ্যমে এই আদালত মৃত্যুদণ্ডের রেফারেন্স নিশ্চিত করার এবং দোষী সাব্যস্তকরণ এবং মৃত্যুদণ্ডের রায়ের বিরুদ্ধে আবেদনকারীদের দায়ের করা ফৌজদারি আপিল খারিজ করার হাইকোর্টের আদেশকে বিরোধিতা করে আবেদনকারীদের দায়ের করা ফৌজদারি আপিল খারিজ করে দিয়েছিল।

২) ২৩ বছর বয়সী নির্ভয়া (পরিবর্তিত নাম) নামে এক মহিলাকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগে উভয় আবেদনকারীর বিচার করা হয়েছিল। বিচার আদালত আবেদনকারীদের এবং আরও তিনজনকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং চারজনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। ২০১৩ সালের ডেথ রেফারেন্স নধিতাবিচার আদালত হাইকোর্টে প্রেরণ করে। বিচারিক আদালতের রায়কে বিরোধিতা করে আবেদনকারীরা পৃথক পৃথক ফৌজদারি আপিলও দায়ের করেছিলেন। দিল্লি হাইকোর্ট ১৩/০৩/২০১৪ তারিখের রায় দিয়ে চার আসামির মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করেছেন, যার মধ্যে আবেদনকারীরা হলেন ২০১৭ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৬০৯-এর আপিলকারী বিনয় শর্মা, ২০১৭ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৬০৮-এর আপিলকারী পবন কুমার গুপ্ত।

এই আদালতের ৫/০৫/২০১৭ তারিখের রায়ের মাধ্যমে আপিলগুলি খারিজ করা হয়েছে। ৫/০৫/২০১৭ তারিখের রায়ের মাধ্যমে সমস্ত আপিল খারিজ করে দেওয়া হয়েছে, তাতে সংক্ষুব্ধ আবেদনকারীরা ৫.০৫.২০১৭ তারিখের রায় পুনর্বিবেচনার জন্য এই পুনর্বিবেচনা আবেদনগুলি দায়ের করেছেন।

৩) আমরা আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী, শ্রী এ. পি. সিং এবং রাজ্যের পক্ষে ঝুঁকে থাকা প্রবীণ আইনজীবী, শ্রী সিদ্ধার্থ লুথরার কথা শুনেছি।

৪) এই পুনর্বিবেচনার আবেদনের সমর্থনে অভিযুক্তদের আইনজীবী শ্রী এ. পি. সিং বেশ কয়েকটি কারণ তুলে ধরেছেন। শ্রী সিং বলেছেন যে ভারতে মৃত্যুদণ্ড বাতিল করা প্রয়োজন। তিনি বলেছেন যে মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করার বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে যা মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, নৈতিক ও ব্যবহারিক দুটি বিভাগে পড়ে। এটি অহিংসার নীতির বিরুদ্ধেও যায় যা ভারত কয়েক দশক ধরে সমর্থন করে আসছে। ১৯৬৬ সালে, ইংল্যান্ডের সংসদ কর্তৃক মৃত্যুদণ্ড বিলুপ্তির প্রস্তাব দেওয়া বিলটি পাস করা হয়েছিল, তিনি আরও বলেছিলেন যে বিপুল সংখ্যক দেশে মৃত্যুদণ্ড বাতিল করা হয়েছে। তাঁর জমা দেওয়ার সময় তিনি লাতিন আমেরিকার বেশ কয়েকটি দেশ এবং অস্ট্রেলিয়ার বেশ কয়েকটি রাজ্যের নাম উল্লেখ করেছেন।

৫) উপরোক্ত ছাড়াও, শ্রী এ.পি. সিং-এর আরও বেশ কিছু যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে যা আমরা ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করতে যাচ্ছি। শ্রী সিং-এর বক্তব্য হলো, তদন্ত এবং বিচার পরিচালিত হয়েছে শুধুমাত্র 'মামলা পরিচালনাকারী সংস্থা টিকে থাকার লক্ষ্যে'। তদন্তটি 'দুর্দান্ত এবং নির্দোষদের গ্রেপ্তারের জন্য' কুৎসিত প্রচেষ্টায় লিপ্ত, যাতে প্রকৃত অপরাধীদের ধরার জন্য তাদের অদক্ষতা ঢাকতে পারে। রাজনৈতিক মহল তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে দলীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে।

৬) জেরা করার সময়, পি ডাবলু ১-এর মুখোমুখি হয় তার লোহার রড ব্যবহারের কথা, বাসের বর্ণনা,এম এল সি প্রসারন পি ডাবলু -৫১/এ অথবা তার অভিযোগ প্রসারন.পি ডাবলু-১/এ-তে হামলাকারীদের নাম প্রকাশ না করার কথা উল্লেখ করে। বর্তমান মামলায় বাস, প্রসারন.পি ১-কে মিথ্যাভাবে জড়িত করা হয়েছে। উক্ত রুটে চলাচলকারী সমস্ত সম্ভাব্য বাস পরীক্ষা করার জন্য সিসিটিভি ফুটেজ সঠিকভাবে পরীক্ষা করা হয়নি। মিডিয়া এড়াতে এবং প্রমাণ সংগ্রহের সুবিধার্থে বাসটিকে থানায় না নিয়ে ত্যাগরাজ স্টেডিয়ামে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

৭) তিনটি মৃত্যুকালীন ঘোষণাপত্র তৈরি করা হয়েছে এবং বিবেচনার বাইরে রাখা উচিত এবং মৃত্যুকালীন ঘোষণাপত্র আততায়ীর সংখ্যা, বাসের বর্ণনা, অভিযুক্তের পরিচয় ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত তারতম্যের জন্য আস্থা জাগায় না।

যদি কোনও মৃত্যু ঘোষণার উপর নির্ভর করতে হয়, তবে তা হল ১৬/১২/২০১২ তারিখে প্রদত্ত প্রথম মৃত্যু ঘোষণা এবং পিডব্লিউ-৪৯, ডঃ রশ্মি আহুজা কর্তৃক রেকর্ড করা, যে মৃত্যু ঘোষণায় কেবল বলা হয়েছে যে বাসে ৪ থেকে ৫ জন ব্যক্তি ছিলেন

৮) এমএলসি প্রাক্তন পিডব্লিউ-৪৯/এ রেকর্ড করা জবানবন্দিতে, অভিশংসক কোনও অভিযুক্তের নাম উল্লেখ করেননি বা অভিযুক্তদের দ্বারা লোহার রড ব্যবহারের ঘটনা উল্লেখ করেননি। অভিশংসক২১/১২/২০১২ তারিখে এত দীর্ঘ মৃত্যু ঘোষণা দিতে পারতেন না যখন তিনি ক্রমাগত মরফিন গ্রহণ করছিলেন।২৫/১২/২০১২ তারিখে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, পিডব্লিউ-৩০ কর্তৃক অঙ্গভঙ্গি এবং লেখার মাধ্যমে রেকর্ড করা তৃতীয় মৃত্যু ঘোষণাটি মিথ্যা মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট এবং ভিডিওগ্রাফির অনুপস্থিতির অভিযোগ দ্বারা বিতর্কিত। পিডব্লিউ-১ তার বিবৃতিতে লোহার রড ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেনি। যদি লোহার রডটি সত্যিই যোনিপথ দিয়ে ঢোকানো হত, তাহলে অস্ত্র বের করার আগে এটি প্রথমে জরায়ু ধ্বংস করে দিত। তার জরায়ুতে রড সম্পর্কিত কোনও আঘাত ছিল না এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানও তাদের দাবিতে রাষ্ট্রপক্ষ কে সহায়তা করে না।

৯) ডি. এন. এ পরীক্ষাকে সঠিক হিসাবে বিবেচনা করা যায় না, কারণ অভিশংসকএর জন্য রক্তের প্রয়োজন ছিল এবং যখন রক্ত মিশে যায়, তখন ডি. এন. এ প্রোফাইলের পার্থক্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

১০) হাইকোর্ট বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে যে ঘটনার তারিখ এবং সময়ে আবেদনকারী নং ১, বিনয় শর্মা তার এলাকার চার্চের এস.সি.সি. ইউনিট দ্বারা আয়োজিত একটি সঙ্গীত অনুষ্ঠানে ছিলেন এবং তিনি ১৬/১২/২০১২ তারিখে রাত ৮.১৫ টা থেকে ১১/১২ টা পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। আদালতে সাক্ষ্যদানকারী আসামিপক্ষের সাক্ষীরা সঙ্গীত অনুষ্ঠানে আবেদনকারী নং ১-এর উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছেন। রাম বাবু, ডিডব্লিউ-১০, আবেদনকারী নং ১-এর মোবাইল ফোন থেকে অনুষ্ঠানটি ভিডিও করেছিলেন, যা বিচার আদলতের হাজির করা হয়েছিল।

১১) আবেদনকারী নং ১ দ্বারা জমা দেওয়া অসিসিফিকেশন পরীক্ষার আবেদনটি বিচার কোর্ট ভুলভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল। আবেদনকারী আসলে ০১/০৩/১৯৯৫-এ জন্মগ্রহণ করেছিলেন তবে তাঁর বাবার দেওয়া জন্ম তারিখ ছিল ০১/০৩/১৯৯৪ যা কেবল তাকে এম. সি. ডি স্কুলে ভর্তি করানোর উদ্দেশ্যে ছিল। ঘটনার সময় আবেদনকারীর বয়স ছিল মাত্র ১৭ বছর ৮ মাস এবং ১৫ দিন।

১২) আবেদনকারী নম্বর ২-এর আসল জন্ম তারিখ হল ০৮/১০/১৯৯৬ এবং ঘটনার তারিখে সেও নাবালক ছিল। আবেদনকারীরা অভ্যাসগত ছিল না।

১৩) রাষ্ট্রপক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শ্রী সিদ্ধার্থ লুথরা আবেদনকারীদের দাখিল খণ্ডন করে বলেন যে, আবেদনকারীরা ইতিমধ্যেই এই আদালতের সামনে আপিলের দীর্ঘ শুনানির সময় সম্ভাব্য সকল দাখিল করেছেন যা ০৫/০৫/২০১৭ তারিখে আপিলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এই আদালত বিবেচনা করেছে।পুনর্বিবেচনা আবেদন টি আবেদনকারীদের দ্বারা যোগ্যতার ভিত্তিতে আপিল পুনরায় যুক্তি দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয় যা আইন অনুসারে অনুমোদিত নয়। পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলি বিবেচনা করার জন্য কোনও ভিত্তি তৈরি করা হয়নি। আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর ভারতে মৃত্যুদণ্ড বাতিল করার দাবির বিষয়ে, শ্রী লুথরা দাখিল করেছেন যে এই পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলিতে উক্ত দাখিলটি বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই। দাখিল করা হচ্ছে যে বচন সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য, (১৯৮০) ২ এসসিসি ৬৮৪ মামলায় এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ ইতিমধ্যেই মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখেছে। তিনি যুক্তি দেন যে মৃত্যুদণ্ড এখনও আইনত রয়েছে, তাই আবেদনকারীদের পক্ষে এই দেশে মৃত্যুদণ্ড বাতিলের পক্ষে যুক্তি দেওয়া সম্ভব নয়। মৃত্যুদণ্ড বাতিল একটি আইন প্রণয়নমূলক কাজ এবং সংসদ যদি কোনও সংশোধনী আইন পাস না করে, তাহলে আদালতের পক্ষে উক্ত দাবী বিবেচনা করা সম্ভব নয়।

১৪) আবেদনকারীদের যুক্তি, তদন্ত ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং মামলা পরিচালনাকারী সংস্থাগুলি আবেদনকারীদের সাথে জড়িত ছিল, সে সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে মামলা পরিচালনা বৈজ্ঞানিকভাবে দক্ষভাবে পরিচালিত হয়েছিল যা এই আদালতও উল্লেখ করেছে এবং মামলার বিরুদ্ধে যে কোনও ব্যক্তিকে অন্যায্য এবং উপেক্ষা করা উচিত।

১৫) পুনর্বিবেচনা আবেদনগুলিতে উল্লেখিত পিডব্লিউ-১ এর প্রমাণ এবং সমস্ত দুর্বলতাগুলি ইতিমধ্যেই বিবেচনা করা হয়েছে এবং এই আদালত তা বিবেচনা করেছে। বিজ্ঞ আইনজীবী রায়ের ৬৫ থেকে ৯৭এবং ৪২৫থেকে ৪৩৫ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন যেখানে এই আদালত পিডব্লিউ-১ এর প্রমাণ সম্পর্কিত সমস্ত জমা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করেছে এবং এই আদালত আবেদনকারীদের দ্বারা নির্দেশিত অসঙ্গতি, ত্রুটি এবং বাদ পড়া প্রত্যাখ্যান করেছে। এই বক্তব্যে এসে যে বাস, পি-১ কে মিথ্যাভাবে জড়িত করা হয়েছে, শ্রী লুথরা দাখিল করেছেন যে সিসিটিভি ফুটেজ ছাড়াও যেখানে বাসটিকে হোটেলের সামনে থেকে দুবার যেতে দেখা গেছে, সেখানে অন্যান্য প্রমাণ ছিল, যেমন আঙুলের ছাপ, ক্ষতের দাগ এবং বাস থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য জিনিসপত্র যা প্রমাণ করে যে বাসটি এই ঘটনায় জড়িত ছিল। শ্রী লুথরা ১০৪ এবং১০৫ অনুচ্ছেদের উল্লেখ করেছেন যেখানে এই যুক্তিটি এই আদালত দ্বারা নোট করা হয়েছে এবং প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

১৬)মৃত্যুকালীন ঘোষণা সংক্রান্ত আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে, শ্রী লুথরা দাখিল করেন যে মৃত্যুকালীন ঘোষণা সংক্রান্ত সমস্ত যুক্তি এই আদালত ০৫/০৫/২০১৭ তারিখের রায়ের ১৪৮ থেকে ১৯২ অনুচ্ছেদে বিবেচনা করেছে এবং সমাধান করেছে এবং আবেদনকারীদের এই আদালত কর্তৃক ইতিমধ্যেই বিবেচিত এবং প্রত্যাখ্যাত হওয়া বিষয়গুলি পুনরায় দাবি করার অনুমতি দেওয়া যাবে না।ডঃ রশ্মি আহুজার রেকর্ড করা প্রথম মৃত্যুকালীন ঘোষণার ক্ষেত্রে, এই আদালত সমস্ত দিক বিবেচনা করেছে এবং ইতিমধ্যেই বলেছে যে,অভিশংসক যখন ঠিক আগে আঘাতমূলক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, তখন যে তথ্য প্রকাশ করতে পারতেন, তা লক্ষ্য করার ক্ষেত্রে কোনও দুর্বলতা ছিল না।

১৭)এম. এল. সি বা পি. ডব্লিউ-১-এর বিবৃতিতে লোহার রড ব্যবহারের উল্লেখ না থাকাও এই আদালত বিবেচনা করেছে এবং এই আদালত প্রমাণ থেকে লোহার রডের ব্যবহার ধরেছে এবং খুঁজে পেয়েছে । অভিশংসককে আহত করার জন্য লোহার রড ব্যবহারের বিষয়ে পি ডাবলু ১ এর বিবৃতিও এই আদালত বিবেচনা করেছে এবং লক্ষ্য করেছে। রক্ত সঞ্চালন সহ ডিএনএ নথিগুলি এই আদালত বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করেছে যা ২৩৩-১৩৪ অনুচ্ছেদেও বিবেচনা করা হয়েছে। বিনয় শর্মার অভিযোগের বিষয়ে যে তিনি, প্রাসঙ্গিক সময়ে, একটি সঙ্গীত অনুষ্ঠানে ছিলেন, এই আদালত ০৫.০৫.২০১৭ তারিখের তার রায়ে, প্রতিরক্ষা সাক্ষ্য বিবেচনা করার পরে, অভিযো গের আবেদন বিবেচনা করে প্রত্যাখ্যান করেছে। পুনর্বিবেচনার আবেদনে একই যুক্তি উত্থাপন করা যাবে না। অপরাধ সংঘটনের সময় আবেদনকারী নং ১, বিনয় শর্মা একজন নাবালক ছিলেন এই যুক্তির ক্ষেত্রে, শ্রী লুথরা ১০/০১/২০১৩ তারিখের বিচার আদালতের আদেশের কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে বিনয় এবং পবনের বয়স যাচাই প্রতিবেদন গৃহীত হয়েছে এবং তারা তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিল করা বয়স যাচাই প্রতিবেদনের সাথে বিরোধিতা করে না। অভিযুক্ত বিনয় শর্মার প্রথম শ্রেণীর ভর্তি ফর্মের প্রত্যয়িত কপির সাথে প্রথম শ্রেণীর স্কুলের ভর্তি রেজিস্টারের প্রত্যয়িত কপি এবং ট্রায়াল কোর্টে সমস্ত প্রমাণ বিবেচনা করার পর আদালত রায় দিয়েছে যে অপরাধ সংঘটনের সময় বিনয় শর্মার বয়স ১৮ বছরের বেশি ছিল। পবন নাবালক ছিল এই দাবির বিষয়ে, শ্রী লুথরা ১০/০১/২০১৩ তারিখের আদেশের উল্লেখ করেছেন যেখানে পবনের বয়স যাচাই প্রতিবেদন গৃহীত হয়েছে এবং রেকর্ডে প্রত্যয়িত কপিও দাখিল করা হয়েছে। প্রতিবেদনে উভয় অভিযুক্তের বাবা-মায়ের লিখিত বিবৃতি উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে তারা তাদের সন্তানদের বয়স নিশ্চিত করেছেন। বিচার আদালতের সিদ্ধান্তে কোনও ত্রুটি ছিল না যে তারা উভয়ই প্রাপ্তবয়স্ক এবং বিচার আদালত সেই অনুযায়ী কাজ চালিয়েছে। আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর উত্থাপিত বক্তব্যের কোনও সারবস্তু নেই।

১৮) আমরা পক্ষগুলির জমা দেওয়া বিষয়গুলি বিবেচনা করেছি এবং রেকর্ডগুলি পর্যবেক্ষণ করেছি।

১৯) এই পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলিতে উত্থাপিত দাখিলগুলিতে প্রবেশ করার আগে, অনুচ্ছেদ ১৩৭-এর অধীনে এই আদালতের এখতিয়ার প্রয়োগের জন্য উপলব্ধ সুযোগ এবং ভিত্তিগুলি পুনর্বিবেচনা করা দরকারী। পুনর্বিবেচনার সাথে সম্পর্কিত সুপ্রিম কোর্ট বিধিমালা, ২০১৩-এর এক্স এল ভি আই আই -এর আদেশ নিম্নরূপঃ

" i) আদালত তার রায় বা আদেশ পুনর্বিবেচনা করতে পারে, কিন্তু বিধিমালা ১ নম্বর বিধির আদেশ এক্স এল ভি আই আই-তে উল্লিখিত ভিত্তি ব্যতীত দেওয়ানি কার্যধারায় এবং নথির সামনে স্পষ্ট ত্রুটির ভিত্তি ব্যতীত ফৌজদারি কার্যধারায় পুনর্বিবেচনার কোনও আবেদন গ্রহণ করা হবে না। "

২০) কোনও রায় পুনর্বিবেচনার আবেদনকে হালকাভাবে বিবেচনা করা উচিত নয় এবং এই আদালত তার পুনর্বিবেচনার এখতিয়ার তখনই প্রয়োগ করতে পারে যখন সেই ভিত্তিগুলি ভারতের সংবিধানের ১৪৫ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রণীত সুপ্রিম কোর্ট বিধিমালা, ২০১৩-এর আদেশ এক্সএলভিআইআই বিধি ১ -এ প্রদত্ত হিসাবে তৈরি করা হয়। এই আদালত সো চন্দ্র কান্টে এবং অন্য একটি বনাম শেখ হাবিব, (১৯৭৫) ১ এসসিসি ৬৭৪-এ বিচারপতি ভিআর-এর মাধ্যমে বক্তব্য রাখে। পর্যালোচনায় কৃষ্ণ লায়ার ১০ অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিতটি উল্লেখ করেছেনঃ

"১০)কোনও রায়ের পর্যালোচনা একটি গুরুতর পদক্ষেপ এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেবল তখনই এটি গ্রহণ করা উপযুক্ত যেখানে বিচারিক ত্রুটির কারণে স্পষ্টতই কোনও ভুল বা পেটেন্ট ভুল বা এর মতো গুরুতর ত্রুটি আগে থেকেই ঘটে থাকে। বিভিন্ন আইনজীবীর মাধ্যমে, পুরানো এবং বাতিল যুক্তির পুনরাবৃত্তি, অকার্যকরভাবে আচ্ছাদিত ভিত্তি বা অপ্রাসঙ্গিক গুরুত্বের ছোটখাটো ভুলের উপর দ্বিতীয়বার যাত্রা স্পষ্টতই যথেষ্ট নয়।"

২১) নিয়ম অনুযায়ী, ফৌজদারি কার্যধারায় পুনর্বিবেচনা শুধুমাত্র নথির সামনে স্পষ্ট ত্রুটির ভিত্তিতে অনুমোদিত। এটি, পিএন-এর আদালত। এসওয়ারা আইয়ার এবং অন্যান্য বনাম নিবন্ধক, ভারতের সুপ্রিম কোর্ট, (১৯৮০) ৪ এসসিসি ৬৮০ ফৌজদারি এবং দেওয়ানি কার্যধারার ক্ষেত্রে এই আদালতের পর্যালোচনার এখতিয়ার পরীক্ষা করার সময় ৩৪ এবং ৩৫ অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি করেছিলেন ঃ

"৩৪)এই নিয়মটি, তার আপাতদৃষ্টিতে, দেওয়ানি কার্যধারায় আদেশের জন্য পর্যালোচনার জন্য বিস্তৃত ভিত্তি প্রদান করে, কিন্তু ফৌজদারি কার্যধারার তুলনায় ভিত্তিকে "নথির সামনে স্পষ্ট ত্রুটি" পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে ।

যদি আদৌ হয়, তাহলে জীবন বা স্বাধীনতা যখন ঝুঁকির মুখে থাকে তখন বিচারিক ত্রুটি এড়াতে আইনের উদ্বেগ আরও বাড়ানো উচিত কারণ দেওয়ানি শাস্তি প্রায়শই কম আঘাতমূলক হয়। সুতরাং, এটা ধরে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত যে নিয়ম প্রণেতারা ফৌজদারি আদেশ বা রায়ের উপর একটি সীমাবদ্ধ পর্যালোচনার ইচ্ছা করতে পারেননি। ব্যাপারটা সম্ভবত উল্টোটা হতে পারে। ধরুন, সুপ্রিম কোর্ট একজন অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ড দেয় এবং "মৃত" ব্যক্তি আদালতে হাজির হয় এবং আদালত রেকর্ড করা সাক্ষ্যের মর্মান্তিক বিশ্বাসঘাতকতা আবিষ্কার করে। আদালত কি ফাঁসির রায় পর্যালোচনা করে বাতিল করতে অসহায়? আমরা মনে করি না। পর্যালোচনার ক্ষমতা ১৩৭ অনুচ্ছেদে রয়েছে এবং এটি সকল কার্যধারায় সমানভাবে বিস্তৃত। এই নিয়মটি কেবল ক্ষমতার আধার থেকে প্রবাহকে প্রবাহিত করে। প্রবাহটি উৎসকে দমন করতে পারে না। অধিকন্তু, ব্যাখ্যার গতিশীলতা প্রেক্ষাপটের চাহিদা এবং পরীক্ষার আভিধানিক সীমার উপর নির্ভর করে। এখানে "নথিতে" বলতে এমন যেকোনো উপাদান বোঝায় যা ইতিমধ্যেই ্নথিতে রয়েছে অথবা আদালতের অনুমতিক্রমে, নথিতে আনা যেতে পারে। যদি বিচারকরা কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জমা দেওয়ার জন্য বিচারকদের ডেকে পাঠান, তাহলে তা রেকর্ডের অংশ হয়ে যায়; এবং যদি স্পষ্টতই কোনও ত্রুটি থাকে, তাহলে সংশোধন করা জরুরি হয়ে পড়ে।

৩৫) উদ্দেশ্যটি সরল, ভাষাটি স্থিতিস্থাপক এবং প্রয়োজনীয় শক্তির ব্যাখ্যা অবশ্যই স্বাভাবিকভাবেই বিস্তৃত হতে হবে। মৌলিক ক্ষমতা অনুচ্ছেদ ১৩৭ থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং দেওয়ানি কার্যধারার মতো ফৌজদারি ক্ষেত্রেও বিস্তৃত। এমনকি নিয়মে বাক্যাংশের পার্থক্য (আদেশ ৪০ বিধি ২) অবশ্যই একই ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পড়তে হবে এবং অসঙ্গতির ফলস্বরূপ একটি কৃত্রিম বিচ্যুতি জড়িত না করতে হবে। যদি "নথিতে " অভিব্যক্তিটি তার শব্দার্থিক সুইপে অর্থ হিসাবে পড়া হয়, এমনকি পরেও যে কোনও উপাদান আদালতের অনুমতি নিয়ে রেকর্ডে আনা হয়, এটি পরবর্তী ঘটনা, নতুন আলো এবং অন্যান্য ভিত্তিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করবে যা আমরা আদেশ ৪৭ বিধি ১, দেওয়ানি কার্যবিধি-তে খুঁজে পাই।

২২) এই আদালত পর্যালোচনার এখতিয়ারের পরিধি বিবেচনা করেছে বেশ কয়েকটি মামলায় যেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত নীতিগুলি বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। কমলেশ ভার্মা বনাম মায়াবতী এবং অন্যান্যরা (২০১৩) ৮ এস সি সি ৩২০ মামলায় এই আদালতের রায় উল্লেখ করা যথেষ্ট, যেখানে এই আদালত পর্যালোচনার পরিধিটি বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করেছে। অনুচ্ছেদ ১৭, ১৮, ২০.১ এবং ২০.২-এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্ধারণ করা হয়েছে:

"১৭) একটি পুনর্বিবেচনার আবেদনে, প্রমাণের পুনর্মূল্যায়ন এবং একটি ভিন্ন উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য আদালতের পক্ষে উন্মুক্ত নয়, এমনকি যদি তা সম্ভব হয়। প্রমাণের মূল্যায়নের ভিত্তিতে উপসংহারটি পুনর্বিবেচনার আবেদনে আক্রমণ করা যাবে না যদি না এটি দেখানো হয় যে রেকর্ডের মুখে বা তার অনুরূপ কোনও কারণে কোনও ত্রুটি স্পষ্ট হয়। কেরালা এসইবি বনাম হাইটেক ইলেক্ট্রোথার্মিক্স এবং জলবিদ্যুৎ ঢাকনা মামলায় এই আদালত নিম্নরূপ স্থির করেছে ঃ

"১০... একটি পুনর্বিবেচনার আবেদনে প্রমাণের পুনর্মূল্যায়ন এবং একটি ভিন্ন উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য এই আদালতের পক্ষে উন্মুক্ত নয়, এমনকি যদি তা সম্ভব হয়। বোর্ডের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী সর্বোপরি আমাদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে পক্ষগুলির মধ্যে আদান-প্রদান করা চিঠিপত্র এই আদালত যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে তা সমর্থন করে না। আমরা আশঙ্কা করছি যে এই জাতীয় জমাটিকে পুনর্বিবেচনার আবেদনে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে না।নথিতে থাকা সাক্ষ্যের মূল্যায়ন সম্পূর্ণরূপে আপিল আদালতের এখতিয়ারের মধ্যে। যদি উপস্থাপিত সাক্ষ্যের মূল্যায়নের পর, আদালত তথ্যের একটি ফলাফল নথিভুক্ত করে এবং একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, তবে সেই সিদ্ধান্তকে পুনর্বিবেচনার আবেদনে আক্রমণ করা যাবে না যদি না এটি দেখানো হয় যে নথির মুখে স্পষ্টতই কোনও ত্রুটি রয়েছে বা তার সাথে সম্পর্কিত কোনও কারণে। আমাদের সামনে এমন কোনও যুক্তি দেওয়া হয়নি যে, নথির মুখে কোনও 'ত্রুটি স্পষ্ট' রয়েছে। পর্যালোচনা আবেদনকারীকে প্রমাণের মূল্যায়নের প্রশ্নে তর্ক করার অনুমতি দেওয়া 'ছদ্মবেশে' একটি পর্যালোচনা আবেদনকে আপিলের রূপ দেওয়ার শামিল হবে।"

১৮) পর্যালোচনা কোনও মূল বিষয়ের পুনর্বিবেচনা নয়। পর্যালোচনার ক্ষমতাকে আপিলের ক্ষমতার সাথে গুলিয়ে ফেলা যায় না যা একটি উচ্চতর আদালতকে একটি অধস্তন আদালতের দ্বারা সংঘটিত সমস্ত ত্রুটি সংশোধন করতে সক্ষম করে। সমাপ্ত রায় পুনরায় খোলার জন্য পুরানো এবং বাতিল করা যুক্তির পুনরাবৃত্তি যথেষ্ট নয়। জৈন স্টুডিও লিমিটেড বনাম শিন স্যাটেলাইট পাবলিক কম্পানি লিমিটেডের এই আদালত, নিম্নরূপ রায় দিয়েছে:

"১১) আবেদনকারীর অভিযোগের যোগ্যতা সম্পর্কে, প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য সঠিক যে, আবেদনকারী কার্যত মূল বিষয়টি নিয়ে তর্ক করার সময় যেভাবে আবেদন করা হয়েছিল এবং তা নাকচ করা হয়েছিল, সেই একই প্রতিকার চান। একবার এই ধরনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হলে, কোনও পুনর্বিবেচনার আবেদন করা হবে না যা মূল বিষয়টির পুনর্শুনানিকে রূপান্তরিত করবে ।

এটি একটি প্রতিষ্ঠিত আইন যে পর্যালোচনার ক্ষমতাকে আপিলের ক্ষমতার সাথে গুলিয়ে ফেলা যাবে না, যা একটি উচ্চতর আদালতকে একটি অধস্তন আদালতের দ্বারা সংঘটিত সমস্ত ত্রুটি সংশোধন করতে সক্ষম করে। এটি একটি মূল বিষয়ের পুনর্বিবেচনা নয়। পুরাতন এবং বাতিল করা যুক্তির পুনরাবৃত্তি সমাপ্ত রায় পুনরায় খোলার জন্য যথেষ্ট নয়। পর্যালোচনার ক্ষমতা অত্যন্ত যত্ন, সতর্কতা এবং সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং শুধুমাত্র ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে।

১২)যখন এখানে আবেদনকারী কর্তৃক একজন সালিসকারী নিয়োগের জন্য আবেদন করা হয়েছিল যখন সালিশ আবেদনটি শুনানি করা হয়েছিল এবং প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, তখন একই প্রতিকার একটি পরোক্ষ পদ্ধতিতে পুনর্বিবেচনার আবেদন দাখিল করে চাওয়া যাবে না। আমার মতে, এই ধরনের আবেদন 'দ্বিতীয় ইনিংস' প্রকৃতির যা অগ্রহণযোগ্য এবং অযৌক্তিক এবং মঞ্জুর করা যাবে না।"""

২০.১) পর্যালোচনাটি কখন রক্ষণযোগ্য হবেঃ

(i) নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা প্রমাণ আবিষ্কার যা যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরেও আবেদনকারীর জ্ঞানে ছিল না বা তিনি তা উপস্থাপন করতে পারেননি;

(ii) নথির সামনে স্পষ্ট ভুল বা ত্রুটি;

(iii) অন্য কোনও পর্যাপ্ত কারণ।

'অন্য কোনও পর্যাপ্ত কারণ' শব্দগুলি -এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ছাজ্জু রাম বনাম নেকি এবং এই আদালত দ্বারা অনুমোদিত মোরান মার বাসেলিওস ক্যাথলিকস বনাম সর্বাধিক রেভারেন্ড মার পাউলোস অ্যাথানাসিয়াস-এর ক্ষেত্রে 'অর্থ' একটি যথেষ্ট কারণ যা অন্তত নিয়মে উল্লিখিতগুলির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ"। একই নীতিগুলি ভারতের ইউনিয়ন বনাম সান্দুর ম্যাঙ্গানিজ এবং আয়রন আকরিক লিমিটেডে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

২০.২) যখন পর্যালোচনাটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য হবে নাঃ

(i) পুরানো এবং বাতিল যুক্তির পুনরাবৃত্তি উপসংহারিত রায়গুলি পুনরায় খোলার জন্য যথেষ্ট নয়।

(ii) অপ্রাসঙ্গিক ছোটখাটো ভুল।

(iii) পুনর্বিবেচনার কার্যধারাকে মামলার মূল শুনানির সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

(iv) পর্যালোচনা রক্ষণযোগ্য নয় যদি না আদেশের মুখে প্রকাশিত বস্তুগত ত্রুটি তার সুস্থতাকে দুর্বল করে দেয় বা ন্যায়বিচারের গর্ভপাত ঘটায়।

(v)একটি পর্যালোচনা কোনওভাবেই ছদ্মবেশী আপিল নয় যেখানে একটি ভুল সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা এবং সংশোধন করা হয় তবে কেবল পেটেন্ট ত্রুটির জন্যই তা মিথ্যা।

(vi) এই বিষয়ে দুটি মতামতের সম্ভাবনা পর্যালোচনার ভিত্তি হতে পারে না।

(vii) রেকর্ডের মুখের উপর স্পষ্ট ত্রুটিটি এমন কোনও ত্রুটি হওয়া উচিত নয় যা খুঁজে বের করে অনুসন্ধান করতে হবে।

(viii) নথিভুক্ত প্রমাণের মূল্যায়ন সম্পূর্ণরূপে আপিল আদালতের আওতাধীন, এটি পুনর্বিবেচনার আবেদনে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে না।

(ix) পর্যালোচনা রক্ষণযোগ্য নয় যখন মূল বিষয় নিয়ে তর্ক করার সময় চাওয়া একই ত্রাণ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

২৩) এই বেঞ্চ আমাদের একজনের (বিচারপতি অশোক ভূষণ) মাধ্যমে বিক্রম সিং ওরফে ভিকি ওয়ালিয়া এবং আরেকজন বনাম পাঞ্জাব রাজ্য এবংআরেকজন (২০১৭) ৮ এস. সি. সি ৫১৮-এর ফৌজদারি কার্যধারায় পর্যালোচনার এখতিয়ারের পরিধি এবং সুযোগ বিবেচনা করার সুযোগ পেয়েছিল। নিম্নলিখিত রায়ের ২৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ

"২৩) উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করলে, এটা স্পষ্ট যে পর্যালোচনার এখতিয়ারের পরিধি, পরিধি এবং পরামিতিগুলি সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত। সাধারণত একটি ফৌজদারি কার্যধারায়, রেকর্ডের মুখে স্পষ্ট ত্রুটির কারণ ছাড়া পুনর্বিবেচনার আবেদন গ্রহণ করা যায় না। অধিকন্তু, ১৩৭ অনুচ্ছেদের অধীনে এই আদালতকে প্রদত্ত ক্ষমতা আরও বিস্তৃত এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে একটি স্পষ্ট অবিচার প্রশমিত করার জন্য এটি প্রয়োগ করা যেতে পারে।পরজালছনা আবেদনের মাধ্যমে একজন আবেদনকারীকে ফৌজদারি আপিলের শুনানির সময় যে কারণে আবেদন করা হয়েছিল, সেই কারণেই আপিল পুনরায় করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। এমনকি যদি আবেদনকারী এই প্রমাণ করতে সফল হন যে অভিযুক্তের দোষী সাব্যস্ততা বা সাজা সম্পর্কে অন্য কোনও মতামত থাকতে পারে যা পর্যালোচনার জন্য পর্যাপ্ত কারণ নয়। এই আদালত কেবল তখনই পর্যালোচনা করার জন্য তার এখতিয়ার প্রয়োগ করবে যখন বিচারিক ত্রুটির কারণে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তে কোনও স্পষ্ট বাদ বা পেটেন্ট ভুল দেখা দেয়। এখানে ধারা ১৩৭ এবং আদেশ ৪০ বিধি ১ এর অধীনে পর্যালোচনার এখতিয়ার প্রয়োগের জন্য নথির সামনে একটি স্পষ্ট ত্রুটি থাকতে হবে যা ন্যায়বিচারের অপচয় ঘটায়। নথির সামনে একটি বস্তুগত ত্রুটি থাকতে হবে যার ফলে ন্যায়বিচারের অপচয় হয়।"

২৪) আমরা প্রথমে এই দেশে মৃত্যুদণ্ড বিলুপ্তির বিষয়ে শ্রী এ. পি. সিং-এর বক্তব্যটি গ্রহণ করি।

বচন সিং (উপরে উল্লেখিত) মামলায় এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার অধীনে মৃত্যুদণ্ডের সাংবিধানিক বৈধতা পরীক্ষা করেছে। দণ্ডবিধিতে মৃত্যুদণ্ডের অস্তিত্ব, ১৯ ও ২১ অনুচ্ছেদের সাংবিধানিক বিধান এবং নাগরিক ও ফৌজদারি অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবেচনা করার পর, এই আদালত রায় দিয়েছে যে দণ্ডবিধিতে থাকা মৃত্যুদণ্ড সাংবিধানিকভাবে বৈধ। অনুচ্ছেদ ১৩২-এ নিম্নলিখিত রায় দেওয়া হয়েছিল:

"১৩২) সংক্ষেপে বলতে গেলে, মৃত্যুদণ্ড কোনও শাস্তিমূলক উদ্দেশ্য সাধন করে কি না, এই প্রশ্নটি একটি কঠিন, জটিল এবং জটিল বিষয়। এটি দৃঢ়, ভিন্ন মতামতের জন্ম দিয়েছে। সংবিধানের ১৯ ও ২১ অনুচ্ছেদের আলোকে যুক্তিসঙ্গততার ভিত্তিতে দণ্ডবিধির ধারা ৩০২-এ মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কিত বিতর্কিত বিধানের সাংবিধানিকতা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে, এই দুটি বিরোধী মতামতের মধ্যে কোনটি সঠিক, তা নিয়ে আমাদের কোনও স্পষ্ট মতামত প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই। এটা বলার জন্য যথেষ্ট যে, যুক্তিসঙ্গত, জ্ঞানী এবং হালকা ব্যক্তিরা এই বিষয়ে তাদের মতামতের ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত এবং গভীরভাবে বিভক্ত, এটি অন্যদের মধ্যে একটি ভিত্তি, আবেদনকারীর যুক্তি প্রত্যাখ্যান করার জন্য যে বিতর্কিত বিধানে মৃত্যুদণ্ড ধরে রাখা, সম্পূর্ণরূপে যুক্তি এবং উদ্দেশ্যহীন। যদি, বিপরীতে, সমাজবিজ্ঞানী, আইন প্রণেতা, আইনবিদ, বিচারক এবং প্রশাসক সহ বিশ্বব্যাপী মানুষের একটি বিশাল অংশ এখনও সমাজের সুরক্ষার জন্য মৃত্যুদণ্ডের মূল্য এবং প্রয়োজনীয়তায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, যদি ভারতে বিদ্যমান অপরাধ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, সংসদে জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালিত সমসাময়িক জনমত, গত তিন দশকে বারবার, মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রটি বাতিল বা নির্দিষ্টভাবে সীমাবদ্ধ করার জন্য সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা সহ সমস্ত প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করেছে, যদি মৃত্যুদণ্ড এখনও বিশ্বের বেশিরভাগ সভ্য দেশে হত্যা বা কিছু ধরণের হত্যার জন্য স্বীকৃত আইনি অনুমোদন, যদি ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতারা সম্পূর্ণরূপে সচেতন থাকতেন যেমনটি আমরা বর্তমানে দেখাব যে তারা ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীনে হত্যার শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ডের অস্তিত্ব সম্পর্কে ছিলেন, যদি ৩৫তম প্রতিবেদন এবং পরবর্তী আইন কমিশনের প্রতিবেদনগুলি মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখার পরামর্শ দেয়, এবং ফৌজদারি কার্যবিধির সংশোধন এবং নতুন ধারা ২৩৫(২) এবং ৩৫৪(৩) সন্নিবেশের সুপারিশ করে। ১৯৭২-১৯৭৩ সালে যখন ১৮৯৮ সালের কোডের সংশোধন করা হয় এবং এর পরিবর্তে ১৯৭৩ সালের সিআরপিসি প্রণয়ন করা হয়, তখন সংসদ কর্তৃক বিবেচনা করা হয়েছিল এবং সম্ভবতঃ দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় খুনের বিকল্প শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান অযৌক্তিক এবং জনস্বার্থের পরিপন্থী বলে ধরে নেওয়া সম্ভব নয়। অতএব, আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হব যে ধারা ৩০২-এর বিতর্কিত বিধানটি ধারা ১৯-এর অক্ষর বা নীতিমালা লঙ্ঘন করে না।"

২৫) শ্রী সিং-এর এই বক্তব্য যে ১৯৬৬ সালে যুক্তরাজ্যের সংসদ মৃত্যুদণ্ড বাতিল করেছে এবং বেশ কয়েকটি ল্যাটিন আমেরিকার দেশ এবং অস্ট্রেলিয়ান রাজ্যও মৃত্যুদণ্ড বাতিল করেছে, আমাদের দেশের আইন বই থেকে মৃত্যুদণ্ড বাতিল করার কোনও ভিত্তি নেই। এখনও পর্যন্ত দণ্ডবিধিতে মৃত্যুদণ্ড রয়ে গেছে। যথাযথ ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড প্রদানে কোনও অবৈধ অপরাধের জন্য আদালতকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না।

২৬) উপরোক্ত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, উপরোক্ত দাখিলের ভিত্তিতে রায় পুনর্বিবেচনার কোনও ভিত্তি তৈরি করা হয়নি।

২৭) এখন, তদন্ত এবং রাষ্ট্রপক্ষ সংস্থাগুলিকে আক্রমণ করে শ্রী সিং যে বক্তব্য দিয়েছেন, তাতে এটুকুই বলা যায় যে, 'তদন্ত এবং যুক্তিগুলি সাধারণ প্রকৃতির এবং কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণের উপর ভিত্তি করে নয় যাতে বিচারে এমন কোনও ত্রুটি চিহ্নিত করা যায় এবং কোনও রায় পর্যালোচনা করার জন্য কোনও ভিত্তি তৈরি করা যায়।

২৮) এই ঘটনায় আহত পি ডাবলু-১-এর একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীর প্রমাণের বিরুদ্ধে শ্রী সিং যে বক্তব্য পেশ করেছেন, তা এই পুনর্বিবেচনার আবেদনে বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই। পি ডাবলু-১-এর অভিশংসনের সমস্ত প্রমাণ জমা দেওয়া হয়েছিল যখন আপিলগুলি যোগ্যতার ভিত্তিতে শুনানি করা হয়েছিল। তার আদালত ৬৫-৯৭ এবং ৪২৫ থেকে ৪৩৪ অনুচ্ছেদে পি ডাবলু ১ এর প্রমাণের উপর আক্রমণকারী সমস্ত দাখিল বিবেচনা করেছে। এই আদালত প্রাসঙ্গিক প্রমাণ পরীক্ষা করার পর পি ডাব্লূ ১ এর প্রমাণের উপর নির্ভর করেছে। পর্যালোচনা আবেদনে, আবেদনকারীরা আদালতকে সেই যোগ্যতার ভিত্তিতে আপিলগুলি পুনরায় শুনানির জন্য অনুরোধ করতে পারবেন না যেগুলির দাখিলগুলি ইতিমধ্যেই নোট করা হয়েছে, বিবেচনা করা হয়েছে এবং প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

২৯) শ্রী সিং-এর এই বক্তব্য যে বাস প্রসারণ পি-১- কে মিথ্যাভাবে জড়িত করা হয়েছে, তাও প্রত্যাখ্যাত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ৯৮-১০৭ অনুচ্ছেদে রায় দেওয়ার সময় এই সমস্ত আবেদনগুলি এই আদালত বিবেচনা করেছিল। এই আদালত আবেদনকারীদের এই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে যে এটি বাস লাগানোর মামলা ছিল, রেকর্ড করা প্রমাণ থেকে বাসটি এই ঘটনার সাথে জড়িত ছিল। এই আদালত আবেদনকারীদের এই দাবী খারিজ করে দিয়েছে যে এটি বাস স্থাপনের মামলা, রেকর্ডে থাকা প্রমাণ থেকে বাসটি এই ঘটনায় জড়িত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

৩০) শ্রী ভি. কে. সিং-এর বক্তব্য হল যে, বাস নম্বর ডি. এল. ১ পিসি ১১৪৯ (প্রসারণ পি/১)-কে মিথ্যাভাবে জড়িত করা হয়েছে এবং সি. সি. টি. ভি ফুটেজের উপর নির্ভর করা যায় না এবং এই দিকটি এই আদালত যথাযথভাবে বিবেচনা করে না। পর্যালোচনা আবেদনের অনুচ্ছেদ (এম)-এ শ্রী সিং যে সঠিক বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন তা এই আদালত অনুচ্ছেদে (৯৮) থেকে (১১৩) এবং অনুচ্ছেদে (৪৩৫) থেকে (৪৩৯) বিবেচনা করেছে। এই অনুচ্ছেদে (১০১), এই আদালত পি. ডব্লিউ-৭৬ গৌতম রায়, বিভাগীয় প্রধান, কম্পিউটার সেল, ফরেনসিক ডিভিশনের প্রমাণের কথা উল্লেখ করেছে, যিনি দুটি সিল করা পার্সেলে পেন ড্রাইভে তাঁর প্রাপ্ত সি. সি. টি. ভি ফুটেজ পরীক্ষা করেছিলেন। (৯৮) থেকে (১১৩) অনুচ্ছেদে, এই আদালত দিল্লি বিমানবন্দরে হোটেলের মালিক পিডব্লিউ-৬৭ প্রমোদ কুমার ঝার উপস্থিতিতে সিসিটিভি ফুটেজ পুনরুদ্ধারের প্রমাণ এবং বাস নং ডিএল পিসি ১১৪৯ (প্রসারণ পি/১), এর জড়িত থাকার প্রমাণের জন্য তার উপর তোলা ছবিগুলি উল্লেখ করেছে।

৩১) (১০৮) থেকে (১১৩) অনুচ্ছেদে বাস নম্বর ডি. এল. আই. পি. সি. ০৪৪৯ (প্রসারণ. পি./১)-এর সম্পৃক্ততা দেখানোর জন্য, এই আদালত পি. ডব্লিউ-৮১, বাসের মালিক দীনেশ যাদব এবং পি. ডব্লিউ-১৬, বিড়লা বিদ্যা নিকেতন স্কুল, ইউ. এস. পি বিহারের ম্যানেজার (প্রশাসন) রাজীব জাখমোলা, যিনি বলেছেন যে বাস নম্বর ডি. এল. আই. পি. সি. ০৪৪৯ (প্রসারণ পি/১) নিয়মিতভাবে রাম সিং (মৃত অভিযুক্ত) দ্বারা চালানো হত এবং তিনি বাসের চালক ছিলেন, তার প্রমাণও বিশদভাবে বিবেচনা করেছেন।

৩২) বাস নম্বর ডিএল ১ পিসি ০৪৪৯ (প্রসারণ পি/১)-এর সম্পৃক্ততা বাস নম্বর ডিএল ১ পিসি ০১৪৯ (প্রসারণ পি/১) থেকে তোলা বস্তুগুলির ডিএনএ প্রোফাইলের মিল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছিল যা ভুক্তভোগী এবং অভিযোগকারীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। অনুচ্ছেদ (৪৩১) এবং (৪৩৮) তেও একই বিষয়টি ভালোভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। বাস থেকে জব্দ করা জিনিসপত্র যেমন বাসের তৃতীয় বাম সারির 'চুল', বাসের রক্তমাখা সিট কভার এবং বাসের মেঝে থেকে উদ্ধার করা চুলের গোছা, ভিকটিমের ডিএনএ প্রোফাইলের সাথে মিল রেখে অপরাধ সংঘটনে বাসের জড়িত থাকার নির্দোষ প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। বাসের জড়িত থাকার বিষয়ে হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত বহাল রাখার সময় মৌখিক এবং বৈজ্ঞানিক প্রমাণগুলি এই আদালত বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করেছে। আবেদনকারী/অভিযুক্ত ব্যক্তি একই বিষয়টি আবারও উত্থাপন করতে পারবেন না।

৩৩) শ্রী সিং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তিনটি মৃত্যুর ঘোষণার নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য দিয়েছেনঃ-

(i) প্রথম মৃত্যু ঘোষণাপত্রে (প্রসারণ.পিডব্লিউ-৪৯/এ) কোনও অভিযুক্তের নাম প্রকাশে ব্যর্থতা এবং তাই, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মৃত্যু ঘোষণাপত্রগুলি শেখানো হয়; (ii) বৈচিত্র্য এবং উন্নতির কারণে তিনটি মৃত্যুর ঘোষণার উপর নির্ভর করা যায় না; এবং (iii) 'ভিপিন'-এর নামের আকস্মিক উপস্থিতি (তৃতীয় মৃত্যুর ঘোষণায়) এটিকে সন্দেহজনক করে তোলে এবং কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয় না।

৩৪) ভুক্তভোগী তিনটি মৃত্যুর ঘোষণা করেছেনঃ-(i) ভুক্তভোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করার পরপরই পিডব্লিউ-৪৯ ডাঃ রশ্মি আহুজা দ্বারা নথিভুক্ত করা বিবৃতি; (ii) পিডব্লিউ-২৭ এসডিএম উষা চতুর্বেদী দ্বারা রেকর্ড করা মৃত্যুর ঘোষণা (প্রাক্তন পিডব্লিউ-২৭/এ) ২১/১২/২০১২ এবং (iii) মৃত্যুকালীন ঘোষণা (প্রসারন.পি ডাবলু৩০/ ডি) পবন কুমার, মেট্রোপলিটন বিচারক ২৫/১২/২০১২ তারিখে দুপুর ১:০০ টায় বহুনির্বাচনী প্রশ্ন এবং অঙ্গভঙ্গি এবং লেখার মাধ্যমে উত্তর রেকর্ড করেছেন। প্রথম মৃতকালীন ঘোষণায় (প্রসারন.পি ডাবলু৩০/ ডি-৪৯/এ), প্রসিকিউট্রিক্স বলেছেন যে দুজনেরও বেশি পুরুষ তাকে ধর্ষণ করেছে, তার ঠোঁট, গাল এবং স্তন কামড়েছে এবং তাকে অস্বাভাবিক যৌনতার শিকার করেছে। পি ডাবলু ২৭ দ্বারা নথিভুক্ত করা দ্বিতীয় মৃত্যুকালীন ঘোষণায় প্রসারণ.নপি ডাবলু-২৭/এ), ভুক্তভোগী সম্পূর্ণ ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন, প্রতিটি অভিযুক্তের ভূমিকা, কয়েকজন ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত ধর্ষণ, তার গোপনাঙ্গে লোহার রড প্রবেশ করানো, বাসের বর্ণনা, ডাকাতি এবং উভয় ভুক্তভোগীকে নগ্ন অবস্থায় চলন্ত বাস থেকে ফেলে দেওয়ার বর্ণনা দিয়েছেন।২৫/১২./২০১২ তারিখে দুপুর ১:০০ টায়, পিডব্লিউ-৩০ পবন কুমার, মেট্রোপলিটন বিচারক, ভুক্তভোগীকে বহুনির্বাচনী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং অঙ্গভঙ্গি এবং লেখার মাধ্যমে উত্তর পেয়ে তার বক্তব্য রেকর্ড করেন।তৃতীয় ঘোষণা দেওয়ার সময়, ভুক্তভোগী তার নিজের হাতে লিখে অভিযুক্তদের নাম প্রকাশ করার চেষ্টা করেছিলেন যেমন "রাম সিং, মুকেশ, বিনয়, অক্ষয়, বিপিন, রাজু "।

৩৫) তিনটি মৃত্যুকালীন ঘোষণা সম্পর্কে উত্থাপিত সমস্ত বিরোধ অনুচ্ছেদ (১৪৮) থেকে (১৯২) এবং অনুচ্ছেদ (৩৯৫) থেকে (৪১৭) পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। তিনটি মৃত্যুকালীন ঘোষণা বিবেচনা করে, সুপ্রতিষ্ঠিত নীতির আলোকে, এই আদালত রায় দিয়েছে যে তিনটি মৃত্যুকালীন ঘোষণাই সত্য, স্বেচ্ছাসেবী এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ। তৃতীয় মৃত্যুকালীন ঘোষণার ক্ষেত্রে, এই আদালত, অনুচ্ছেদ (৪০৮) থেকে (৪১২) পর্যন্ত রায় দিয়েছে যে ইঙ্গিত, অঙ্গভঙ্গি বা ইশারার মাধ্যমে প্রদত্ত মৃত্যুকালীন ঘোষণা প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য এবং পিডব্লিউ-৩০ পবন কুমার, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট যথাযথ যত্ন নিয়েছিলেন এবং ভুক্তভোগীর দ্বারা করা বহু-নির্বাচনী প্রশ্নের উত্তরে রেকর্ড করা তৃতীয় মৃত্যুকালীন ঘোষণা প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য। তৃতীয় মৃত্যুকালীন ঘোষণায়, ভুক্তভোগী অভিযুক্তদের নামও লিখেছেন "রাম সিং, মুকেশ, বিনয়, অক্ষয়, বিপিন, রাজু"। তৃতীয় মৃত্যুকালীন ঘোষণাপত্রে অভিযুক্ত বিপিনের নাম লেখার ক্ষেত্রে, এই আদালত রায়ের অনুচ্ছেদ (১৫০) এবং (১৮৮) এ বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করেছে।

৩৬) এম এল সি , প্রসারণ .পি ডাদাব্লু ৪৯/এ-তে লোহার রড ব্যবহারের উল্লেখ না থাকাও এই আদালত তার রায়ে লক্ষ্য করেছে এবং এই আদালত এম এল সি ,প্রসারন পি ডাবলু -৪৯/এ-তে কোনও ত্রুটি খুঁজে না পাওয়ার কারণ দিয়েছে । ২১/১২/২০১২ তারিখে শ্রী সিং-এর এই দাবী যে, অভিশংসক তার মৃত্যুকালীন ঘোষণা রেকর্ড করার জন্য উপযুক্ত ছিলেন না, তাও খারিজ করা হয়েছে। অভিযুক্তকে দেওয়া মরফিন ইনজেকশনের ক্ষেত্রে, ডাক্তারের বক্তব্য, ইনজেকশনের সময় এবং মরফিনের প্রভাব স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং বিবেচনা করা হয়েছিল এবং দ্বিতীয় মৃত্যু ঘোষণায় কোনও ত্রুটি পাওয়া যায়নি। এই আদালত রায়ে আবেদনপত্রটি নোট, বিবেচনা এবং নিষ্পত্তি করার পর, আবেদনকারীদের একই বিষয় বারবার উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। পি ডাব্লু ১ এর বিবৃতিতে লোহার রড ব্যবহারের উল্লেখ না করার বিষয়টিও এই আদালত বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছে।২১/১২/২০১২ তারিখে তার দ্বিতীয় মৃত্যু ঘোষণায়,অভিশংসক লোহার রড ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন যা আদালতও উল্লেখ করেছে। এই আদালত আঘাত এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রমাণাদি লক্ষ্য করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে অভিযুক্তরা লোহার রড ব্যবহার করেছিলেন। এই আদালত মূল রায়ে যেসব আবেদন উত্থাপন করেছে এবং বিবেচনা করেছে, আবেদনকারীদের আবারও একই আবেদন উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া যাবে না।

৩৭) ডিএনএ সম্পর্কিত প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে, এই আদালত বিস্তারিতভাবে ডিএনএর সম্পূর্ণ ধারণা এবং প্রাপ্ত প্রতিবেদনগুলি বিবেচনা করেছে । রক্ত সঞ্চালনের ভিত্তিতে আবেদনকারীদের আক্রমণ এবং ডিএনএ নথির উপর অন্যান্য দাখিল এই আদালত কর্তৃক বিবেচনা করা হয়েছে এবং যথাযথভাবে নির্ভর করা হয়েছে, ডিএনএ সম্পর্কিত দাখিলগুলি মূল রায়ে এই আদালত কর্তৃক উল্লেখিত এবং প্রত্যাখ্যান করা দাখিলের পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

৩৮) শ্রী ভি.কে. সিং-এর যুক্তি হল, অভিযুক্ত বিনয় শর্মা - অভিযোগের ভিত্তিতে দাবি করেছিলেন যে তিনি তার এলাকার চার্চের এসসিসি ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত একটি সঙ্গীত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন এবং তিনি সেখানে ১৬/১২/২০১২ তারিখে রাত ৮:১৫ থেকে ১১.০০/১২.০০ পর্যন্ত ছিলেন এবং তিনি ভিডিও ক্লিপিংটি তৈরি করেছেন - অনুষ্ঠানে তার উপস্থিতি প্রমাণ করার জন্য এবং এই আদালত তা বিবেচনা করেনি।

৩৯) অভিযুক্ত বিনয় শর্মা তার এলাকার ডিডিএ পার্কে অবস্থিত গির্জার এসসিসি ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত সঙ্গীত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার অভিযোগে যে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন, তা অনুচ্ছেদ (২৫৮) থেকে (২৬৯) পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

রায়ের অনুচ্ছেদ (২৬৭) এ, এই আদালত পি ডাবলু -৮৩ শ্রী অঙ্গদ সিং, উপ-পরিচালক (উদ্যানপালন), ডিডিএ-এর সাক্ষ্য উল্লেখ করেছেন, যিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে ১৬/ ১২/২০১২ তারিখে নতুন দিল্লির হাউজ খাসের ডিডিএ জেলা পার্কে কোনও অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য কোনও কর্তৃপক্ষের দ্বারা কোনও অনুমতি দেওয়া হয়নি। এই আদালত সেন্ট থমাস চার্চের পি ডাবলু-৮৪ ফাদার জর্জ মনিমালা এবং পি ডাবলু ৮৫ ব্রাদার আর.পি. স্যামুয়েল, সেক্রেটারি, এবেনেজার অ্যাসেম্বলি চার্চের সাক্ষ্যও উল্লেখ করেছে, যারা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তাদের গির্জা (গুলি) রবিবার সন্ধ্যায় অর্থাৎ ১৬/১২/২০১২ তারিখে হাউজ খাসের ডিডিএ জেলা পার্কে কোনও সঙ্গীত অনুষ্ঠান/ইভেন্ট আয়োজন করেনি। অভিযুক্ত বিনয় শর্মার মা, ডিডব্লিউ-৫ শ্রীমতি চম্বা দেবী, ডিডব্লিউ-৭ কিশোর কুমার ভাট এবং ডিডব্লিউ-৯ মনু শর্মার সাক্ষ্যের উল্লেখ করে বিনয় শর্মা কর্তৃক অনুচ্ছেদ (২৫৮) থেকে (২৬৯) পর্যন্ত উত্থাপিত দোষ স্বীকারের আবেদন বিবেচনা করার সময়, এই আদালত রায় দেয় যে অভিযুক্ত বিনয় শর্মার উত্থাপিত দোষ স্বীকারের আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়। আবেদনকারী/অভিযুক্ত বিনয় শর্মা এখন একই বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করতে পারবেন না।

৪০) বাস থেকে তোলা পায়ের ছাপের আলোকে অভিযুক্ত বিনয় শর্মার দায়মুক্তির আবেদনও বিবেচনা করা হয়েছিল (প্রসারন.পি/১) । পিডব্লিউ-৪৬ এডি শাহ, সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার (হাতের ছাপ / ফিঙ্গারপ্রিন্ট), সিএফএসএল, সিবিআই পরীক্ষা করে দেখেছেন যে বাস থেকে তোলা "প্রশ্ন ১" এবং "প্রশ্ন ৪" চিহ্নিত ছাপগুলি অভিযুক্ত বিনয় শর্মার বাম হাতের তালুর ছাপ এবং ডান হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপের সাথে মিলে গেছে।পি ডাবলু ৪৬ এবং বিশেষজ্ঞ নথি (প্রসারণ পি ডাবলু- ৪৬/ ডি) এর প্রমাণ উল্লেখ করার পর, এই আদালত রায় দিয়েছে যে প্রমাণগুলি স্পষ্টভাবে বাসে অভিযুক্ত বিনয় শর্মার উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করে। এই আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত করার আবেদন বিবেচনা করা হয়নি এই যুক্তির কোনও যুক্তি নেই।

৪১)একইভাবে, অভিযুক্ত বিনয় শর্মার (প্রসারণ ডি ডাবলু-১০/১) উপর নির্ভর করা ভিডিও ক্লিপিংগুলি রায়ের অনুচ্ছেদ (২৬৩)-এ বিবেচনা করা হয়েছিল যেখানে এই আদালত রায় দিয়েছিল যে অভিযুক্ত বিনয় শর্মা এবং অভিযুক্ত পবন গুপ্ত ডিডিএ জেলা পার্কে ০৮:১৬ এ ১৬/১২/২০১২, এ ছিলেন না।

৪২) এখন, আবেদনকারী বিনয় শর্মার কিশোরত্ব সম্পর্কিত জমা দেওয়ার বিষয়ে আসা যাক। কিশোরের বিষয়টি বিচার আদালত এবং বিচার আদালত দ্বারা রেকর্ডে থাকা উপকরণের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়েছিল যে আবেদনকারী নং ১ নাবালক ছিলেন না। উত্তরদাতার পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী বিচার আদালতের তারিখ ১০/০১/২০১৩-এর আদেশ উল্লেখ করেছেন যা তার জমা দেওয়ার সম্পূর্ণ সমর্থন করে। বিচার আদালত সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়ে যে আবেদনকারী নোটা, নাবালক আবেদনকারী নং ১ দ্বারা জমা দেওয়া অসিসিফিকেশন পরীক্ষার আবেদনটি যথাযথভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। এই জমা দেওয়ার মধ্যে কোনও সারবত্তা নেই এবং রায়টি পর্যালোচনা করার কোনও ভিত্তি তৈরি করা হয়নি ।

৪৩) এখন, ২ নম্বর আবেদনকারী বিজ্ঞ আইনজীবীর জমা দেওয়ার দিকে আসা যাক যে তিনি ঘটনার সময় নাবালক ছিলেন। উক্ত বিষয়টিও বিচার আদালত বিবেচনা করেছিল এবং প্রত্যাখ্যান করেছিল। বিচারিক আদালত তাদের সামনে উপস্থাপিত তথ্যের ভিত্তিতে যথাযথভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে আবেদনকারী নং ২ কিশোর ছিলেন না।বিবাদীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী যথাযথভাবে ১০/০৯/২০১৩ তারিখের বিচার আদালতের কার্যধারা উল্লেখ করেছেন। এই ক্ষেত্রে, এই দাখিলটি রায় পুনর্বিবেচনার কোনও ভিত্তি প্রদান করে না।

৪৪) শেষ করার আগে আমাদের আবারও বলতে হবে যে উচ্চ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলকারীদের (এখানে আবেদনকারীরা) দায়ের করা ফৌজদারি আপিলগুলি এই আদালতে শুনানি করা হয়েছে এবং তাদের সম্ভাব্য সকল দাবি উত্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হয়েছে। ফৌজদারি আপিলের শুনানি প্রায় ৩৮ দিন ধরে চলে। আপিলকারী/আবেদনকারীদের বিজ্ঞ আইনজীবী বিস্তারিত বক্তব্য পেশ করেছিলেন যা আমাদের মূল রায়ে যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। এই পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলিতে এমন কোনও ভিত্তি তৈরি করা হয়নি যা রায় পুনর্বিবেচনার কোনও ভিত্তি তৈরি করতে পারে। অতএব, আমরা এই পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলিতে কোনও যুক্তি খুঁজে পাই না এবং ফলস্বরূপ, পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলি খারিজ করা হল।

অঙ্কিত জ্ঞান পর্যালোচনা আবেদন খারিজ করা হল ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen